সাধারণ জ্ঞান

সর্বশেষ ও নির্ভুল তথ্যের আলোকে রচিত

জয়কলি GK

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা পরিষদ

| **ধ্রুব সরকার** বিএসএস (সম্মান), এমএসএস, ঢাবি; বিএড, এমএড (টিটিসি, ঢাকা)।
| **বাঁধন ঘোষ** বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ঢাবি; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)।
| **প্রনব তালুকদার** বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ঢাবি; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)।
| **মোঃ হান্নান মিয়া** বিএ (সম্মান), এমএ (ইতিহাস), ঢাবি; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)।
| **এনায়েত উল্লাহ শরীফ** বিএ (সম্মান), এমএ (দর্শন) ঢাবি; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)।
| **জাকের হুসাইন** বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (অর্থনীতি) ঢাবি।
| **সাদ্দাম হুসাইন** বিএ (অনার্স), এমএ, ঢাবি।
| **মোঃ নাদেরুজ্জামান (জনি)** বিএ (সম্মান), এমএ (ইংরেজি) জাবি।
| **সামিউল ইসলাম সামি** বিএ (সম্মান), এমএ, ঢাবি।
| **মনির খান ইমন** বিএসএস (সম্মান), এমএসএস; বিএড, এমএড (আইইআর) ঢাবি।
| **মোঃ শাহীন আলম** বিএ (সম্মান), এমএ (বাংলা) জাবি; বিসিএস (নন-ক্যাডার)।
| **সোহেল আহমেদ** বিএ (সম্মান), এমএ (ইংরেজি) জবি।
| **মোহাম্মদ বিপুল সরকার** বিবিএ (সম্মান), ইএমবিএ (হিসাববিজ্ঞান), রাবি।
| **শাহরিয়ার মাহমুদ** বিএ (সম্মান), এমএ, ঢাবি।
| **মৃদুলা বিশ্বাস** বিএ (সম্মান), এমএ, ঢাবি।
| **মলয় দাশ** বিএ (সম্মান), এমএ, ঢাবি।
| **শাকিল হাসান মৃদুল** বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (সমাজবিজ্ঞান), বিইউপি।

প্রয়োজনে : ০১৬৭৮-৩৪৩৪৩৫
জয়কলি'র ১সেট বই নিয়ে
অনলাইনে ফ্রি ক্লাস করতে ভিজিট করুন-
www.joykolyacademy.com

প্রধান সম্পাদক

অজয় সরকার

প্র কা শ না য়

JOYKOLY PUBLICATIONS LTD.

১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫

০২-৪৮১১৭১৮৯ ০১৬৭৮-৩৪৩৪৩৫

www.joykoly.com info@joykoly.com /joykoly

বাংলাদেশ পরিচিতি

Step 1 সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের একটি রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের পর ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়েছিল তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

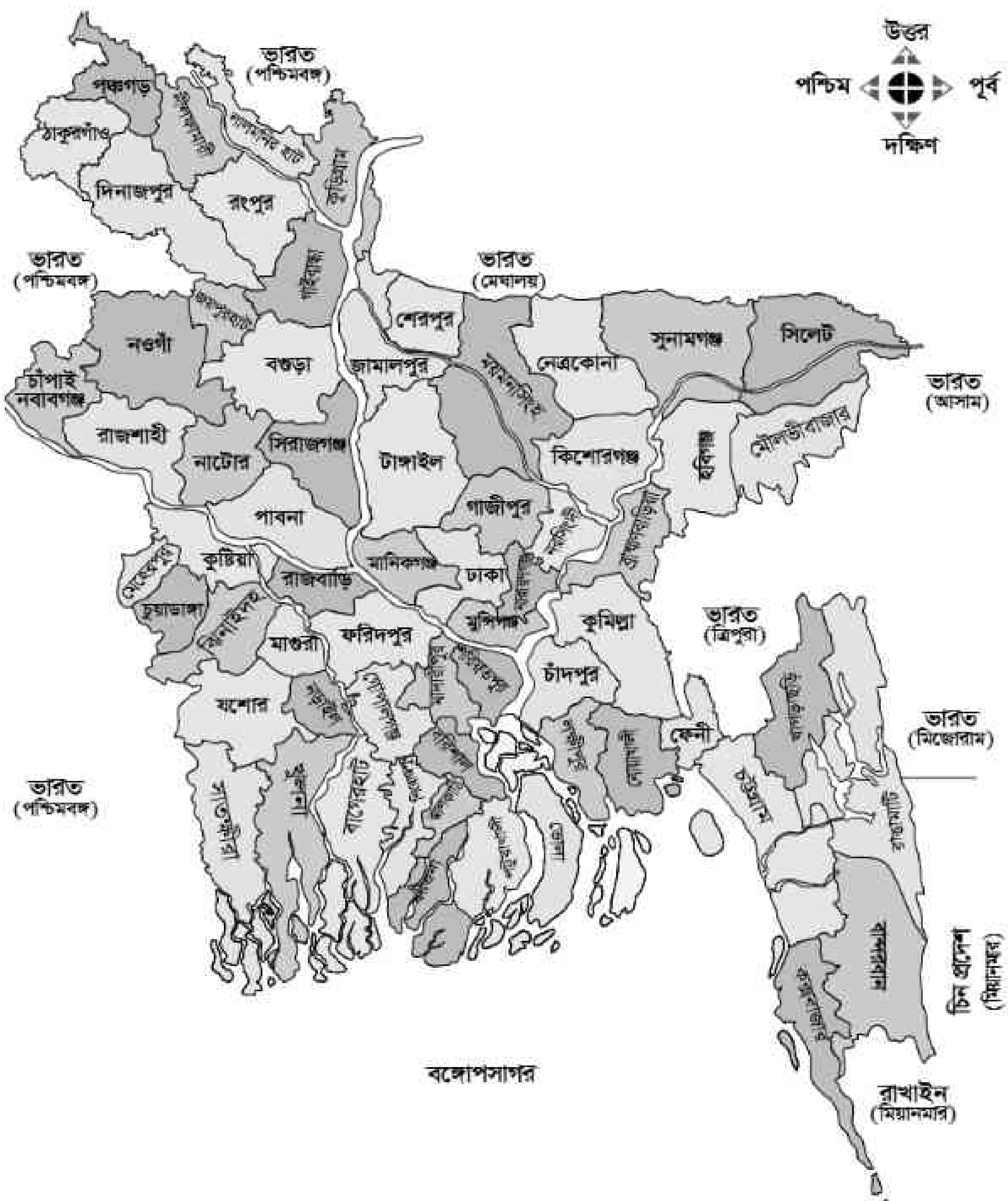

মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডারগণ

Step 1 সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক ও বেসামরিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ১১ এপ্রিল সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাবসেক্টরে ভাগ করা হয়। [সূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা, ৯ম-১০ম শ্রেণি]

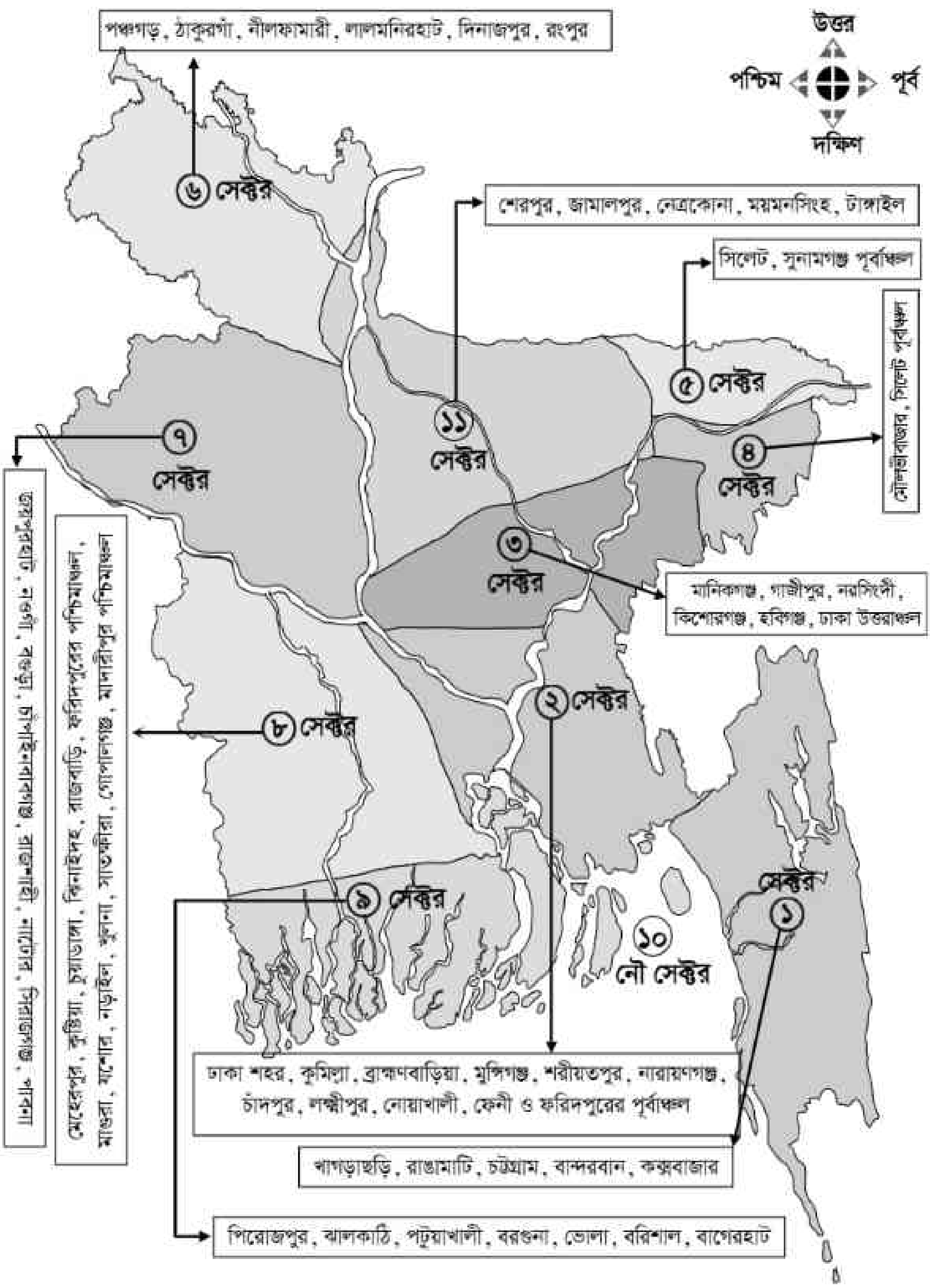

চিত্র : মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

সংবিধান অনুযায়ী যিনি যাকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন	
যিনি পাঠ করাবেন	যাকে পাঠ করান
রাষ্ট্রপতি	ক) প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যকে খ) স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার গ) প্রধান বিচারপতি
প্রধান বিচারপতি	ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণকে খ) PSC চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দকে গ) মহাহিসাব নিরীক্ষককে ঘ) অন্যান্য বিচারপতিকে
স্পিকার	রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদেরকে

যিনি যার নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করবেন			
পদত্যাগকারী	যার নিকট	পদত্যাগকারী	যার নিকট
রাষ্ট্রপতি	স্পিকারের নিকট	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবৃন্দ	রাষ্ট্রপতির নিকট
সংসদ সদস্য	স্পিকারের নিকট	স্পিকার	রাষ্ট্রপতির নিকট

সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন পদের বয়সসীমা ও মেয়াদকাল			
পদ	সর্বনিম্ন বয়স	সর্বোচ্চ বয়স	মেয়াদকাল
রাষ্ট্রপতি	৩৫		কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর
প্রধানমন্ত্রী	২৫	-	সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে পরবর্তী ৫ বছর
সংসদ সদস্য	২৫	-	সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে পরবর্তী ৫ বছর
প্রধান বিচারপতি	-	৬৭	৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রধান নির্বাচন কমিশনার পিএসসির চেয়ারম্যান		৬৫	প্রজাতন্ত্রের কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর বা বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ার যেটি আগে ঘটে

বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদ			
১.	রাষ্ট্রপতি	২.	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
৩.	অ্যাটর্নি জেনারেল	৪	প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
৫.	স্পিকার ও ডিপুটি স্পিকার	৬.	ন্যায়পাল
৭.	সংসদ সদস্যগণ	৮.	প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য
৯.	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১০	সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্য

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান			
১.	নির্বাহী বিভাগ/শাসন বিভাগ	২.	আইন বিভাগ
৩.	বিচার বিভাগ	৪.	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৫.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	৬.	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়
৭.	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়		

বাংলা সাহিত্য

প্রাচীন যুগ

- **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন** - চর্যাচর্যবিনিশ্চয়/চর্যাগীতিকোষ/চর্যাগীতি /চর্যাপদ।
- **চর্যাপদ মূলত** - গানের সংকলন।

- **চর্যাপদের পদ বা গান সংখ্যা** - এর সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে, সুকুমার সেনের হিসেবে ৫১টি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন ৫০টি।
- **চর্যা পদগুলো** - সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত।
- **চর্যাপদের আবিষ্কারক** - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (উপাধি মহামহোপাধ্যায়)।
- **যেখান থেকে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়** - ১৯০৭ সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে।
- **চর্যাপদ প্রকাশিত হয়** - ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে **'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'** শিরোনামে চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- **চর্যাপদ যে ছন্দে রচিত** - মাত্রাবৃত্ত ছন্দে
- **চর্যাপদের টীকাকার** - মুনিদত্ত।

চর্যাপদের প্রধান কবিদের পরিচয়

- **চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচনা করেন** - কাহ্নপা ১৩টি।
- **চর্যাপদের আদিকবি/বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি** - লুইপা।
- **চর্যাপদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি** - লুইপার লেখা।
- **চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন** - ভুসুকুপা ৮টি।

মধ্য যুগ

❐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য:

- **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** - মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- **এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র আছে** - তিনটি যথা: কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি।
- **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থের কবি** - বড়ু চণ্ডীদাস (অনন্ত বড়ু)।

❐ মঙ্গলকাব্য :

- **মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা** - ৩টি। যথা- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।
- **মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি** - কানা হরিদত্ত।
- **মনসাবিজয় যিনি রচনা করেন** - বিপ্রদাস পিপিলাই (১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে)।
- **চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি** - মানিক দত্ত; তিনি চতুর্দশ শতকের কবি।
- **চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি** - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (তিনি কবিকঙ্কণ নামে পরিচিত)।
- **অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা** - ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর।
- **অন্নদামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র** - বিদ্যাসুন্দর, হীরামালিনী, ঈশ্বরী পাটনী।

❐ রামায়ণ ও মহাভারত:

- **পৃথিবীতে জাত মহাকাব্য আছে** - ৪টি। যথা- রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডেসি।
- **রামায়ণের রচয়িতা** - বাল্মীকি মুনি (সংস্কৃত ভাষায়)।
- **রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদক** - কৃত্তিবাস ওঝা। কাশীরাম দাসের অনুবাদ বিখ্যাত/শ্রেষ্ঠ।
- **মহাভারত যে ভাষার লেখা এবং লেখক**- সংস্কৃত ভাষায়। মূল রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

এশিয়া মহাদেশ

Step 1 সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও জনবহুল মহাদেশ। এশিয়াতে বিশ্বের ৬০% এরও অধিক মানুষ বসবাস করে। এই অঞ্চলটি সুয়েজ খাল এবং ইউরাল পর্বতমালার পূর্বে, ককেশাস পর্বতমালা, কাস্পিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলোর মাধ্যমেই এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এশিয়া মহাদেশের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

চীন

Step 1 সংক্ষিপ্ত আলোচনা

চীনের রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন। আয়তনে চীন পূর্ব এশিয়া তথা এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। চীনের সাথে বিশ্বের সর্বাধিক তথা ১৪টি রাষ্ট্রের স্থলসীমান্ত রয়েছে। এর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে ইন্দোচীন এবং পশ্চিমে হিমালয় অবস্থিত। চীন নামটির উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন কিন রাজবংশের নাম থেকে। ১৯১১ সালে চীনে দুই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের পতন হলে প্রজাতান্ত্রিক চীনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে চীনে ঐতিহাসিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এক দলীয় শাসনব্যবস্থার সূচনা হয় যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের পর অর্থনৈতিকভাবে চীন বর্তমানে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম দেশ। উল্লেখ্য, পারমাণবিক বোমার অধিকারী চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের অন্যতম।

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **চীনের রাজাদের বলা হয়**- "Son of God".
- **বিশ্বের ২য় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল** - চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। **প্রতিষ্ঠা: ১৯২১; ক্ষমতা গ্রহণ: ১৯৪৯**।
- **বিশ্বের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম মানব নির্মিত প্রাচীর/স্থাপত্য**- চীনের মহাপ্রাচীর। আনুমানিক ৮,৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীরটি নির্মাণ শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২০৮ অব্দে কিন রাজ বংশের সময়।
- **চীনের প্রাচীর অবস্থিত** - চীন ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে।
- **চীনের আইনসভা ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়** - গ্রেট হলে।
- **Ping Pong Diplomacy-র সাথে সংশ্লিষ্ট** - চীন (১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়া)।
- **আকসাই চীন মহাসড়ক অবস্থিত** - তিব্বত। **এশিয়ার দীর্ঘতম নদী** - চীনের ইয়াংসিকিয়াং।
- **জিনজিয়াং** - চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা।
- **গণতন্ত্রের দাবিতে চীনের তিয়েন আনমেন স্কয়ারে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে** - ১৯৮৯ সালে।
- **চীনে 'এক দেশ দুই শাসন নীতি' চালু হয়** - ১৯৯৭ সালে। এই নীতিটি ২০৪৭ সাল পর্যন্ত চালু থাকবে।
- **বিশ্বের উচ্চতম শহর** - তিব্বতের ওয়েন চুয়ান (উচ্চতা ৫১০০ মিটার)।
- **বিশ্বের উচ্চতম রেলপথ**- কিংহাই-তিব্বত রেলপথ; এর সর্বোচ্চ বিন্দু টাঙ্গুলা পাস। উচ্চতা ৫০৭২ মিটার।
- **চীনের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যিক রাজধানী** - সাংহাই।
- **চীনের সাথে সীমান্ত সংযোগ আছে** - ১৪টি দেশের (উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, লাওস ও ভিয়েতনাম)।
- **ফালুং গং** - চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন (১৯৯২ সালে সূচনা হয়)।
- **ইতিহাস বিখ্যাত তিয়েন আনমেন স্কয়ার ও গ্রেট হল অবস্থিত** - চীনে।

আফ্রিকা মহাদেশ

Step 1 সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে আফ্রিকা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। মহাদেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর, উত্তর-পূর্বে সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগর, পূর্বে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব দিকে আফ্রিকা সিনাই উপদ্বীপের মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংযুক্ত। আফ্রিকাকে বলা হয় মানবজাতির আতুরঘর এবং বৃহদাকার চিড়িয়াখানা।

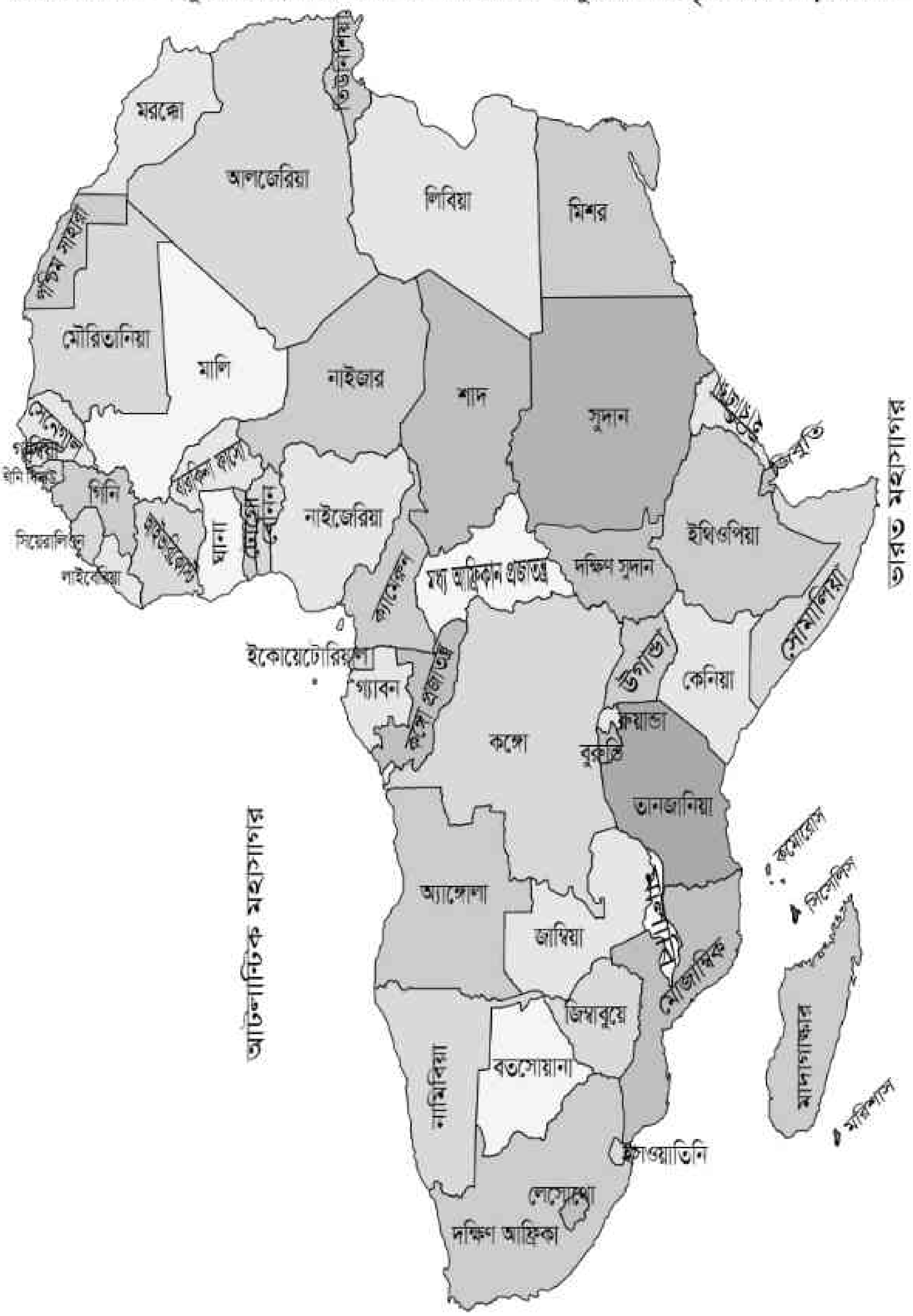

চিত্র : উত্তর আমেরিকার আলোচিত দ্বীপসমূহ

চিত্র : দক্ষিণ আমেরিকার আলোচিত দ্বীপসমূহ

বিভিন্ন যুগের সপ্তাশ্চর্যসমূহ

একনজরে আধুনিক সপ্তাশ্চর্য →

কলোসিয়াম; ইতালি

মাচুপিচ্ছু; পেরু

ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার; ব্রাজিল

তাজমহল; ভারত

পেত্রা নগরী; জর্ডান

দ্য গ্রেট ওয়াল; চীন

চিচেন ইৎজা; মেক্সিকো

❖ প্রাচীন যুগ	❖ মধ্যযুগ
১. মিশরের পিরামিড	১. আগ্রার তাজমহল (ভারত)
২. ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান (ইরাক)	২. আলেকজান্দ্রিয়ার ভূ-গর্ভস্থ সমাধি (মিশর)
৩. অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি (গ্রিস)	৩. ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ
৪. রোডস দ্বীপের প্রকাণ্ড মূর্তি (গ্রিস)	৪. চীনের মহাপ্রাচীর
৫. পিসার হেলানো টাওয়ার (ইতালি)	৫. নানজিংয়ের চীনা মাটির মিনার (চীন)
৬. ডায়নার মন্দির (ইতালি)	৬. রোমের বৃত্তাকার মঞ্চ (ইতালি)
৭. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর (মিশর)	৭. আয়া সোফিয়ার মসজিদ (তুরস্ক)
❖ নতুন সপ্তাশ্চর্য	**❖ প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য**
১. মেক্সিকোর চিচেন ইৎজা	১. আমাজন বন (দক্ষিণ আমেরিকা)
২. ব্রাজিলের স্ট্যাচু অব ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার	২. পুয়ের্তো প্রিন্সিয়া ভূগর্ভস্থ নদী (ফিলিপাইন)
৩. চীনের মহাপ্রাচীর	৩. হালং বে (ভিয়েতনাম)
৪. পেরুর মাচুপিচ্ছু	৪. ইগুয়াজু জলপ্রপাত (ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা)
৫. জর্ডানের পেত্রা নগরীর ধ্বংসাবশেষ	৫. জেজু দ্বীপ (দক্ষিণ কোরিয়া)
৬. রোমের কলোসিয়াম	৬. ট্যাবল মাউন্টেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
৭. ভারতের আগ্রার তাজমহল	৭. কমোডো ন্যাশনাল পার্ক (ইন্দোনেশিয়া)

২. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান ছিল আইন প্রণয়নে। বিশ্বে তাদের প্রণীত আইন হাম্বুরাবির আইন নামে পরিচিত ছিল। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন হাম্মুরাবি। হাম্মুরাবির শাসনামলকে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। ব্যাবিলনের গাথুরে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায়।

৩. অ্যাসেরীয় সভ্যতা

ইতিহাসে অ্যাসেরীয় পরিচিত সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে। তারা **সর্বপ্রথম যুদ্ধে লোহার অস্ত্র ও লোহার রথব্যবহার করে। সভ্যতায় অ্যাসেরীয়দের অবদান ছিল** বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করা, পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করা এবং গোলন্দাজ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ক্যালডীয় সভ্যতা

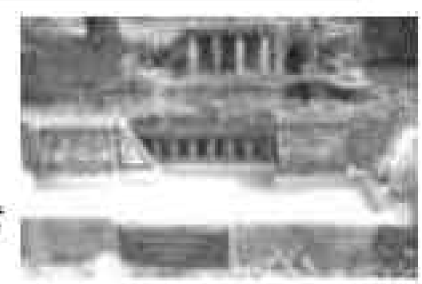

ক্যালডীয় সভ্যতার অপর নাম নব্য ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৩ অব্দে রাজা নেবুচাঁদ নেজার এই সভ্যতা গড়ে তোলেন। সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান ছিল ব্যাবিলনের শূন্য/ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি। এটি নির্মাণ করেন রাজা নেবুচাঁদ নেজার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৩ অব্দে) তাঁর রানির মনোরঞ্জনের জন্য। ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১২টি নক্ষত্রের সন্ধান পান। এই নক্ষত্র থেকেই পরবর্তিতে ১২টি রাশিচক্র এর সৃষ্টি হয়। তারা সপ্তাহকে ৭ দিনে ও প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় বিভক্ত করেন।

Step 2 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **টেম্পল টাউন** - সুমেরীয় দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর।
- **সুমেরীয় শাসক 'গিলগামেশ' ছিলেন** - উরুক নগরের শাসক।
- **সর্বপ্রথম পঞ্জিকার প্রচলন হয় যে সভ্যতার সময়** - ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।
- **ব্যাবিলনীয়দের প্রধান দেবতার নাম ছিল** - মারডক।
- **পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন** - হাম্বুরাবি কোড। পাথরে খোদিত এই আইনে ধারা সংখ্যা ছিল ২৮২টি।
- **অ্যাসেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল** - টাইগ্রিস নদীর তীরে।
- **সর্বপ্রথম দিনকে ২৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহকে ৭ দিনে ভাগ করে** - ক্যালডীয়রা।
- **ক্যালডীয়দের প্রধান দেবতার নাম ছিল** - জুপিটার।
- **ক্যালডীয় সভ্যতার পতন ঘটে** - পারস্যদের আক্রমণের মাধ্যমে।
- **ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা সূচিত হয়েছিল** - ক্যালডীয় সভ্যতায়।

কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিভাষা

- **হাই কমিশনার (High Commissioner) :** একটি কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র থেকে অপর একটি কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে বলা হয়।
- **অ্যাম্বাসেডর (Ambassador) :** কমনওয়েলথ বহির্ভূত জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রে নিযুক্ত প্রধান Diplomat কে অ্যাম্বাসেডর বলে।
- **Persona Non-grata (অবাঞ্ছিত) :** Host state-এ অবস্থানকালীন সময়ে Diplomat যদি সংবিধান লঙ্ঘন করেন, ঐ দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করেন অথবা নৈতিক অবস্থার স্খলন ঘটে তাহলে Host state তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।
- **The First state :** একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে First state বলে।
- **Second state :** প্রধান বিরোধী দলকে Second state বলে।
- **Third state :** সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে Third state বলে।
- **Fourth state :** যেকোনো দেশের দৈনিক সংবাদপত্রকে Fourth state বলে।
- **Fifth column :** যে ব্যক্তি নিজ দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং শত্রুকে সহায়তা করে তাকে Fifth column (পঞ্চম বাহিনী) বলে।
- **Yellow journalism :** মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ব্যক্তির চরিত্র হনন করা, কারো প্রতি বিদ্বেষভাব ছড়ানো ও টাকার বিনিময়ে তথ্য গোপন করাকে Yellow journalism বলে।
- **জান্তা (Junta) :** সাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচিত কোনো সরকারকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে যারা ক্ষমতা দখল করে তাদেরকে জান্তা বলে। দখলকারী যদি সামরিক বাহিনীর হয় তাকে সামরিক জান্তা বলে।
- **Embargo :** কোনো দেশের সমুদ্র বন্দরে বিশেষ অবস্থা জারির প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নোঙরকৃত জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করতে না দেওয়া এবং অপেক্ষমাণ জাহাজগুলোকে বন্দরে প্রবেশ করতে না দেওয়াকে Embargo বলে।
- **Blue Books :** ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধান যে বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে তাকে Blue Books বলে। ১২১৫ সালে রাজা জন এটি রচনা করেন যা 'ম্যাগনাকার্টা' বা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল নামে পরিচিত। নীল মলাটে বাঁধানো বলে একে ব্লু বুক বলে।
- **অটোক্রেসি (Autocracy) :** স্বেচ্ছাচারী সরকার। এতে শাসকবর্গ কারোর নিকট জবাবদিহি না করে নিজের ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালনা করে।
- **অ্যাটর্নি জেনারেল (Attorney-General) :** একটি দেশের সরকারের প্রধান আইনজীবীকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলে।
- **কনডোমিনিয়াম (Condominium) :** একটি রাজ্যে দুয়ের অধিক দেশের শাসনব্যবস্থা। ১৯৫৬ সালে সুদানে স্বাধিকারের পূর্বে দেশটিতে অ্যাংলো ইজিপশিয়ান শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।
- **বাফার স্টেট (Buffer State) :** ২টি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য দুই দেশের মাঝখানে অবস্থিত স্বাধীন নিরপেক্ষ দেশকে বাফার স্টেট বলে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেলজিয়াম।
- **ব্ল্যাক শার্ট (Black Shirt) :** ইতালির মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল।
- **কাস্টিং ভোট (Casting-Vote) :** সংসদে কোনো বিল পাশের সময় পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তা পাশ করা যায় না। এ অবস্থায় সংসদের স্পিকার বিলটির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন। বিল পাশের জন্য স্পিকারের এই ভোটকে কাস্টিং বা নির্ণায়ক ভোট বলে।
- **হুইপ :** জাতীয় সংসদের সদস্য, যিনি দলের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করেন।

খেলাধুলা পর্ব

অলিম্পিক গেমস

Step 1 সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অলিম্পিক গেমস্ হলো একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে। অলিম্পিক গেমসকে বলা হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

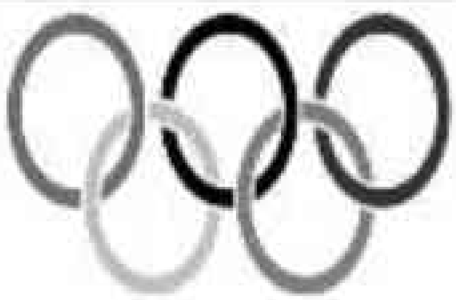 অলিম্পিক গেমসের লোগো	অলিম্পিক গেমসের পতাকা	অলিম্পিক গেমসের মশাল
আধুনিক অলিম্পিকের জনক	**সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলিম্পিয়ান**	**অলিম্পিকে সর্বশ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ**
ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তো	মাইকেল ফেলপস; মার্কিন সাঁতারু	উসাইন বোল্ট; জ্যামাইকা

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অলিম্পিক গেমসের মশাল প্রথম প্রদর্শিত হয় -** ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে।
- **আধুনিক অলিম্পিক (গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক) শুরু হয় -** ১৮৯৬ সালে (গ্রিসের এথেন্সে)।
- **ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (IOC) গঠিত হয় -** ২৩ জুন ১৮৯৪।
- **বিশ্ব অলিম্পিক দিবস -** ২৩ জুন।
- **IOC সদর দপ্তর -** সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে। **IOC এর বর্তমান সদস্য -** ২০৬টি।
- **আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট -** ক্রিস্টি কভেন্ট্রি (জুন ২০২৫-বর্তমান)।
- **নারীরা ১ম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে -** ১৯০০ সালে (প্যারিস অলিম্পিকে)।
- **বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে -** ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।
- **বাংলাদেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে-** ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে (২৩তম অলিম্পিক)।
- **অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত -** সুইজারল্যান্ডের লুজানে (১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
- **এশিয়াতে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয় -** ৫ বার।
- **অলিম্পিকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ মেডেল প্রদান শুরু হয় -** ১৯০৪ সাল থেকে।
- **বিশ্ব অলিম্পিকের প্রতীক -** পরস্পর সংযুক্ত পাঁচ রঙের বৃত্ত।